তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৫২

**কপ২৯ এ অনুদানভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানালেন পরিবেশ উপদেষ্টা**

বাকু (আজারবাইজান), নভেম্বর ২১:

পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ২৯)-এর চলমান নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোলস (এনসিকিউজি) আলোচনায় অভিযোজন, ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ-সহ গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে অনুদানভিত্তিক অর্থ বরাদ্দের আহ্বান জানিয়েছেন।

এনসিকিউজি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং সমতাভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে বলেন, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে। তিনি উল্লেখ করেন, ‘উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রথম বিকল্পটি (Option 1) এখনো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) বাস্তবতা ও পরিস্থিতি বিবেচনায় আনেনি এবং এটি এখনও দুর্বল। অভিযোজন খাতে অন্তত ৫০% বরাদ্দের একটি পরিমাণগত ভাগ নিশ্চিত করতে হবে।’

উপদেষ্টা নিগোশিয়েশনে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল জি৭৭, এলডিসি এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এনসিকিউজি কাঠামোর পক্ষে কথা বলেছে। তবে তিনি প্রস্তাবিত খসড়ার স্পষ্ট অনুদান উপাদানের অনুপস্থিতি এবং অনুদান অর্থায়নকে মোবিলাইজড ফাইন্যান্স এর সাথে সংযুক্ত করার বিষয়টি (যা অনুচ্ছেদ ২৩-এ উল্লেখ রয়েছে) নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পরিবেশ উপদেষ্টা দ্বিতীয় বিকল্পটি (Option 2) প্রত্যাখ্যান করেন, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর সকল অর্থায়ন, বিনিয়োগ এবং এমনকি অভ্যন্তরীণ সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। এছাড়া, অনুচ্ছেদ ৩২ এবং ৩৩-এ উল্লেখিত কিছু অর্থায়ন চ্যানেলের বিষয়েও তিনি উদ্বেগ জানান। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রস্তাব প্যারিস চুক্তির ন্যায্যতা, নীতিমালা, সমতা ও কমন বাট ডিফারেন্সিয়েটেভ রেস্পন্সিবিলিটি নীতির পরিপন্থী।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান উল্লেখ করেন যে, এলডিসির আর্থিক বোঝা লাঘব করতে ঋণ মওকুফ অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, ‘অস্তিত্ব রক্ষার এই সংকটে এলডিসির আর কোনো ঋণ বহন করার সামর্থ্য নেই।’ উপরন্তু, প্যারিস চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তিনি ‘অস্বচ্ছ কার্বন বাজার’ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বাদ দেওয়ার আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা আরো বলেন, কপ২৯ আলোচনা সমাপ্তির দিকে এগোতে থাকায় বাংলাদেশ এবং এলডিসি গোষ্ঠী সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করে নিশ্চিত করতে চায় যে, এনসিকিউজি-এর চূড়ান্ত কাঠামো ন্যায্যতা ও সমতা বজায় রাখবে এবং প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে।

এর আগে উপদেষ্টা কপ২৯-এ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ও প্রত্যাশা ইইউ সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/পবন/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৫১

**সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির সাথে তিন বাহিনী প্রধানের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর):

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌ বাহিনী প্রধান এডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন দিবসটি উপলক্ষ্যে সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী আমাদের গর্বের প্রতীক উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পরবর্তী দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

সাক্ষাৎকালে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি-সহ তাঁদের স্ব স্ব বাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রপতির সচিবগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/মেহেদী/পবন/রফিকুল/সেলিম/২০২৪/২০৩০ ঘণ্টা

Handout Number: 1750

**Environment Advisor Advocates Regional Collaboration**

**Between Bangladesh, Nepal amd Bhutan, at COP-29**

Baku (Azerbaijan), 21 November:

Syeda Rizwana Hasan, Advisor to the Ministry of Environment, Forest, Climate Change, and Water Resources, held a productive meeting with the Environment Secretaries of Nepal and Bhutan at the Bangladesh Pavilion during the ongoing World Climate Conference (COP-29) today. Dr. Farhina Ahmed, Environment Secretary of Bangladesh, was also present at the meeting.

During the discussion, Advisor Rizwana Hasan highlighted the importance of regional cooperation in addressing climate challenges. She emphasized the need for actionable joint initiatives in key areas such as energy, agriculture, forestry, and rivers, stating:

Let’s work together to outline steps for effective collaboration and progress. To identify areas for meaningful joint action, we should focus on energy, agriculture, forestry, and potentially rivers. These sectors are interconnected with climate resilience and provide significant opportunities for collaboration and shared learning.

She cautioned against the adoption of false solutions promoted by agro-giants and called for prioritizing sustainable practices that genuinely support farmers and communities. Sharing experiences on forest conservation and its role in achieving climate goals and protecting vulnerable populations was another key area she underscored.

On energy, the Advisor stressed the importance of regional cooperation and investment in renewable energy to meet growing demands while reducing emissions. She urged countries to share strategies to accelerate transitions to sustainable energy, enhancing both national and regional resilience.

The Advisor further emphasized the need for innovative solutions such as community seed banks and resilient crop varieties. She remarked:

By establishing mechanisms to share innovations, such as community seed banks or resilient crop varieties, we can amplify benefits with minimal investment. These areas are practical and actionable, requiring fewer political hurdles, making them ideal for joint action.

The meeting underscored the shared commitment of the participating countries to collaborate on sustainable and climate-resilient development pathways.

Later, Adviser Syeda Rizwana Hasan met with Ministers of Least Developed Countries at the ongoing World Climate Conference (COP-29) in Baku, Azerbaijan.

#

Dipankar/Mehedi/Paban/Rafiqul/Shamim/2024/1810 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪৯

**বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার**

বাকু (আজারবাইজান), ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর):

পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান চলমান বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৯) এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আজ নেপাল ও ভুটানের পরিবেশ সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ পরিবেশ সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সৈয়াদা রিজওয়ানা হাসান জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বিদ্যুৎ, কৃষি, বন ও নদীক্ষেত্রে যৌথ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা একসঙ্গে কাজ করে সহযোগিতার কার্যকর ধাপ নির্ধারণ করতে পারি। যৌথ উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে বিদ্যুৎ, কৃষি, বন এবং নদীর মতো খাতগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ খাতগুলো জলবায়ু সহনশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে।

তিনি কৃষি কোম্পানিগুলো মিথ্যা আশ্বাস থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং প্রকৃত অর্থে কৃষক ও সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে টেকসই পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন। বন সংরক্ষণ এবং এটি জলবায়ু লক্ষ্য অর্জনে ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখতে কীভাবে ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপরও তিনি গুরুত্ব দেন।

বিদ্যুৎ খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং নবায়নযোগ্য শক্তি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে নির্গমন কমানোর মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ জ্বালানী শক্তির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তিনি জাতীয় ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে টেকসই শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য দেশগুলিকে কৌসল ভাগ করে নেওয়ার আহ্বান জানান।

নদীগুলো জলবায়ু অভিযোজন এবং কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি নদী ব্যবস্থাপনা, বিশেষত মূল্য সংবেদনশীল ফসল ও সম্পদ ভাগাভাগিতে ভূরাজনৈতিক বাধা মোকাবিলার জন্য যৌথ উদ্যোগের কথা বলেন।

উপদেষ্টা আরো বলেন, কম্যুনিটিভিত্তিক বীজ ব্যাংক ও সহনশীল ফসলের জাত তৈরির মতো উদ্ভাবনী সমাধান ভাগাভাগি করার মাধ্যমে কম বিনিয়োগে বড় সুফল আনা সম্ভব। তিনি বলেন, উদ্ভাবন ভাগাভাগির ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে আমরা কম বিনিয়োগে সুফল বাড়াতে পারি। এসব ক্ষেত্র বাস্তবসম্মত এবং রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা কম, যা যৌথ উদ্যোগের জন্য আদর্শ। তিনি বলেন, বৈঠকটি অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করবে।

পরে, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান কপ-২৯ এ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

#

দীপংকর/মেহেদী/পবন/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৪৮

**বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আহতরা আজীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবেন**

 **- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী**

ঢাকা, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে বৈষম বিরোধী আন্দোলনে যারা আহত হয়েছেন তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ফাস্ট ট্র্যাক চিকিৎসা সেবা দেয়া হবে। দেশের সমগ্র হাসপাতালে এই নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। সরকারি সমস্ত হাসপাতালে আহতরা সকল ধরনের চিকিৎসা আজীবন বিনামূল্যে পাবেন।

আজ জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ের সামনে জুলাই -আগস্ট বিপ্লবে শহিদ ও আহত ছাত্র জনতার চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও কর্মসস্থান বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

ডা. সায়েদুর বলেন, আন্দোলনে আহতদের মানসিক ট্রমা বা আঘাতের বিষয়ে চিকিৎসার জন্য ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথে একটি কেন্দ্রীয় স্থাপনা স্থাপন করা হবে এবং দেশের সরকারি বেসরকারি যারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আছেন তাদের এই নেটওয়ার্কের আওতায় যুক্ত করা হবে। সেখানে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে স্ক্রিনিং হবে এবং ইন পার্সন আহতদের কাউন্সিলিয়ের মাধ্যমে সেবা দেয়া হবে।

আহতদের বিদেশে প্রেরণ বিষয়ে বিশেষ সহকারী বলেন, এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে সংশয় আছে, বিভ্রান্তি আছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আমরা স্পষ্ট করতে চাই যার যার প্রয়োজন ও উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।

গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেলের দলনেতা খন্দকার জহিরুল ইসলাম (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, আহতদের পুনর্বাসনের একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সরকার থেকে করা হবে। যারা শহিদ হয়েছেন তাদের পরিবার এবং যারা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

#

শাহাদাত/মেহেদী/পবন/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪৭

**গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর):

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রথম সভা আজ ঢাকার সার্কিটহাউজ রোডস্থ তথ্য ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কমিশন প্রধান কামাল আহমেদ সভাপতিত্ব করেন।

কমিশন সভায় গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমের অংশীজনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা নিয়ে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হবে, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিকগণের মতামত প্রদানের সুযোগ থাকবে। জনগণের আস্থা অর্জনে গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত গ্রহণের বিষয়েও সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

কমিশনের সভায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে একটি জনমত জরিপের বিষয় আলোচিত হয়। বিগত আন্দোলনে সংবাদমাধ্যমের ব্যর্থতা ও বির্তকিত ভূমিকার কারণে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তার পটভূমিতে গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট সবার আত্ম-অনুসন্ধানের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় সংবাদমাধ্যমকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা এবং সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সবার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ও আলোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা ছাড়া সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে বলে অভিমত দেওয়া হয়। কমিশন সভায় প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশনের সুপারিশমালাও পর্যালোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভার শুরুতে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। কমিশন সভায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহিদ পাঁচ সাংবাদিককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রথম সভায় কমিশনের সদস্য অধ্যাপক গীতিআরা নাসরীন, শামসুল হক জাহিদ, আখতার হোসেন খান, সৈয়দ আবদাল আহমেদ, ফাহিম আহমেদ, জিমি আমির, মোস্তফা সবুজ, টিটু দত্ত গুপ্ত ও আব্দুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করার লক্ষ্যে গত ১৮ই নভেম্বর সরকার ১১ সদস্যের গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করে। তথ্য ভবনের ১৬ তলায় কমিশনের কার্যালয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সংস্কার কমিশন ৯০ দিনের মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার নিকট প্রতিবেদন হস্তান্তর করবে।

#

মামুন/মেহেদী/পবন/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪৬

**কৃষি উপদেষ্টার সাথে তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর):

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর সাথে আজ সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত রামিস সেন সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে কৃষি যান্ত্রীকিকরণ, কৃষিপণ্য রপ্তানি, উন্নত জাতের তুলা চাষ ও গবেষণা-সহ স্বার্থসংশ্লিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

কৃষি উপদেষ্টা দেশের কৃষিখাতে তুরস্কের সহযোগিতা আশা করে বলেন, আমরা ইতোমধ্যে চীন-সহ বিভিন্ন উৎস হতে কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করছি, তুরস্ক এ খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। আমাদের দেশে কারখানা স্থাপন করলে এ খাত সমৃদ্ধ হবে। বড় বড় কোম্পানি এখানে বিনিয়োগ করতে পারে। এগ্রিকালচার লজিস্টিক, প্রসেসিং খাত দেশে বিকাশমান। দেশ থেকে ফলমূল ও সবজি আমদানির বিষয়েও উপদেষ্টা রাষ্ট্রদূতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। দেশের টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি ও ক্যামিকেলের অন্যতম সরবরাহকারী তুরস্ক। কৃষিক্ষেত্রেও তুরস্কের কাজের আগ্রহ জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের অন্যতম তুলা উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে এ বিষয়ে তাদের দক্ষতা রয়েছে। বাংলাদেশের তুলা উন্নয়নে গবেষণাগার স্থাপন ও উন্নত তুলার ভ্যারাইটি উদ্ভাবনে তাঁর দেশ সহযোগিতা করছে।

রাষ্ট্রদূত কৃষির উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা অনেকাংশেই যন্ত্র নির্ভর হয়ে গেছে। বাংলাদেশ চাইলে তাঁরা এ বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাকির/মেহেদী/পবন/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪৫

**সরকার বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করবে**

 **- বাণিজ্য উপদেষ্টা**

চট্টগ্রাম, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর):

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য ব্যবসায়ীদের ভূমিকা এখন গুরুত্বপূর্ণ। সরকার তাদের জন্য বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

উপদেষ্টা আজ চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের কার্যালয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবারহ ও বাজার পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে প্রায় দুই হাজারের মতো ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছে। ৫০ হাজারের বেশি আহত হয়েছে, অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। রাষ্ট্র সংকারের জন্যই তারা জীবনকে তুচ্ছ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার প্রত্যাশাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্যের শুল্কও কমিয়েছে। এখন সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে ব্যবসায়ীদের যোগ করেন তিনি।

এ সময় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ খাতুনগঞ্জে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা, ওজন পরিমাপক স্কেল স্থাপন ও সহজ শর্তে ব্যাংক লোনের দাবি জানান। বাণিজ্য উপদেষ্টা সমস্যাগুলো সমাধানে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

খাতুনগঞ্জ ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল বশর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, খাতুনগঞ্জ ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সগির আহমেদ-সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

#

কামাল/মেহেদী/পবন/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪৪

**প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সকলের সামাজিক দায়িত্ব**

 **--প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা**

**টাঙ্গাইল**, ৬ অগ্রহায়ণ **(২১** নভেম্বর**) :**

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতির কিছু সমস্যা আছে। অনেক অবকাঠামো নির্মাণ হয়েছে, অনেকগুলো নির্মাণাধীন। যেখানে দরকার সেখানে অবকাঠামো হয়নি, যেখানে দরকার নেই সেখানে অবকাঠামো হয়েছে। তিনি বলেন, নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে এবং স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

উপদেষ্টা আজ টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টাঙ্গাইল জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সকলের সামাজিক দায়িত্ব। প্রাথমিকের কারিকুলামে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষার মূল সমস্যা বা বেসিক ত্রুটি হলো- বই ও জীবন চলার মধ্যে কোনো বাস্তব মিল নেই। সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ভাষাতে দক্ষ করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের যদি গাণিতিক ও নিত্যদিনের ভাষায় দক্ষ করে তুলতে পারি, পড়ার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা দেখাতে পারি- তাহলে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হয়ে হাইস্কুলে গেলে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার জন্য অভিভাবকদের চিন্তা করতে হবে না। এটা যদি না হয় তাহলে সারাজীবন সমস্যায় পড়তে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার তাগিদ দিয়ে বলেন, তাহলে বাচ্চারা আরো বেশি মনোযোগী হবে। শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের বিষয়টি চর্চা করানোর পরামর্শ দেন তিনি।

জেলা প্রশাসক শরীফা হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোঃ সাইফুল ইসলাম সানতু, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ঢাকা বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ আলী রেজা, টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শাহাবুদ্দিন ও পিটিআই’র সুপারিনটেনডেন্ট মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম তালুকদার।

উপদেষ্টা এর আগে টাঙ্গাইল সদর মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) ও পিটিআইস্থ পরীক্ষণ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

পরে উপদেষ্টা টাঙ্গাইলের ঘাটাইলস্থ ‘সেনানিবাসে সশস্ত্রবাহিনী দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

#

জাহাঙ্গীর/মেহেদী/পবন/রফিকুল/রেজাউল/২০২৪/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪৩

**পিআইডিতে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত**

**ঢাকা**, ৬ অগ্রহায়ণ **(২১** নভেম্বর**) :**

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে স্তন ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইডি, আমরা নারী এবং আমরা নারী রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয় ।

প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ নিজামূল কবীর এ সেমিনার উদ্বোধন করেন। সেমিনারে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সার্জিক্যাল অনকোলজিতে এমএস
(ফেজ বি) রেসিডেন্ট ডা. উম্মে হুমায়রা কানেতা।

স্তন ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক এ সেমিনার ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্পোরেট অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হচ্ছে। এ সেমিনারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী এবং পেশাজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক সচেতনতার প্রসার ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া, সচেতনতা কার্যক্রমকে সফল করতে মিডিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে তরুণ সমাজের মধ্যে সচেতনতার বীজ বপন করা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয়। মিডিয়ার সহযোগিতায় এ উদ্যোগটি স্তন ক্যান্সার সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করতে এবং বাস্তব তথ্য দিয়ে একটি স্বাস্থ্য সচেতন সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

#

জাহিদুর/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/আসমা/২০২৪/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪২

 **পণ্য সরবরাহে কোন কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে দেওয়া হবে না**

 **- বাণিজ্য উপদেষ্টা**

চট্টগ্রাম, ৬ অগ্রহায়ণ ( ২১ নভেম্বর):

 বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, পণ্য সরবরাহে কোন কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে দেওয়া হবে না। চাহিদা ও যোগানে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনাসহ উৎপাদন বাড়াতে হবে। একই সাথে আমরা বাণিজ্যে বেশি সংখ্যক মানুষের সংযোগ বাড়াতে চাই। এর মাধ্যমে বাজারে সরবরাহ বাড়বে, গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর কাছে বাজার জিম্মি থাকবে না।

উপদেষ্টা, আজ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস অডিটোরিয়ামে সার্বিক বাজার পরিস্থিতি, টিসিবির পণ্য বিতরণের সার্বিক কার্যক্রম ও দ্রব্যমূল্য বিষয়ে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা বলেন, সনাতন লেনদেনের কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। স্বচ্ছতা আনতে হবে লেনদেনে।কাউকে অপরাধী হিসেবে পরিচিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। পাইকারী থেকে খুচরা সব পর্যায়ে ক্রয় বিক্রয় রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে। কোন অস্বচ্ছতা রেখে বাজার অস্থিতিশীল করতে দেওয়া হবেনা বলে হুশিয়ারি দেন তিনি। ‘আমাদের কাছে তথ্য আসছে খাতুনগঞ্জে ডিও ও এসও বিক্রি হচ্ছে’ উল্লেখ করে শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, বাণিজ্য এখন ভার্চুয়ালি হচ্ছে, পণ্য সরবরাহ হচ্ছে না। শুধু ডিও বিক্রি করে লাভবান হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সরবরাহে কোন কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে দেওয়া হবে না।

  চট্রগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মো. তোফায়েল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আলীম আখতার খান, টিসিবি চেয়ারম্যান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তফা ইকবাল, চট্রগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ এবং ছাত্র প্রতিনিধি জোবায়েরুল আলম বারী বক্তৃতা করেন।

#

কামাল/ফাতেমা/রবি/সুর্বণা/লিখন/২০২৪/.১২. ৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৪১

**বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ৩ হাজার মে.টন পটাশ সার দিচ্ছে রাশিয়া**

ঢাকা, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর) :

 বাংলাদেশকে বিনামূল্যে ৩ হাজার মে.টন পটাশ সার দিচ্ছে রাশিয়া। বন্ধুত্ব ও গভীর আন্তরিকতার নিদর্শন হিসেবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এ সার দেওয়া হবে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করা রাশিয়ার Uralchem গ্রুপের
প্রধান নির্বাহী দিমিত্রি কনিয়েভ স্বাক্ষরিত এক পত্রের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে   জানানো হয়।
জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় এ সার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

গতকাল ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ান ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত একেতেরিনা সেমেনোভা পত্রটি কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) এর নিকট হস্তান্তর করেন। পত্রের মাধ্যমে জানা যায় রাশিয়া পিজেএসসি ইউরালকালি বিশ্বের মধ্যে অন্যতম পটাশ সার উৎপাদনকারী।

#

জাকির/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/সাঈদা/মানসুরা/২০২৪/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৪০

**রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে অংশীজনের** **সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদের রেজ্যুলেশনে**

**একটি উচ্চ পর্যায়ের কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত**

নিউইয়র্ক, ২১ নভেম্বর:

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেছেন, ‘আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে এবং আমাদের নিরাপত্তার জন্য মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বপ্রণোদিত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে রেজ্যুলেশন গৃহীত হওয়ার পরে প্রদত্ত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত এই মন্তব্য করেন। ওআইসি এবং ইউরোপীও ইউনিয়ন কর্তৃক যৌথভাবে উপস্থাপিত “মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমানসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি” শীর্ষক রেজ্যুলেশনটি গতকাল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ১০৬ টি সদস্যরাষ্ট্র এটি কো-স্পন্সর করে যা এই রেজ্যুলেশনের প্রতি ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থনের প্রতিফলন।

রেজ্যুলেশনটিতে, মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্বপ্রণোদিত, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনসহ এই সংকটের টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, সামগ্রিক পর্যালোচনার মাধ্যমে, একটি বস্তুনিষ্ঠ ও নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ভর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য, সকল অংশীজনের সমন্বয়ে ২০২৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক একটি উচ্চ পর্যায়ের কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ। উল্লেখ্য, প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের সভা চলাকালে, রোহিঙ্গা বিষয়ে এই উচ্চ পর্যায়ের কনফারেন্স আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই বছর রোহিঙ্গা বিষয়ক রেজ্যুলেশনে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি, বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা মুসলমানসহ সকল শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার নিশ্চিত করা এবং তাদের স্বপ্রণোদিত, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি হত্যা, ধ্বংস, বাড়িঘর পুড়িয়ে ফেলা, মানবিক সহায়তা প্রদানে বাধা এবং বিশেষ করে শিশুসহ রোহিঙ্গা মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক নিয়োগের মত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং অপরাধসমূহ তুলে ধরে। রেজ্যুলেশনটিতে অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য জবাবদিহিতার সমস্ত প্রক্রিয়াকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া, রেজ্যুলেশনটি একটি আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে আসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেয় এবং সংস্থাটির পাঁচ-দফা ঐকমত্য সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে গৃহীত উদ্যোগসমূহ তুলে ধরে।

রাষ্ট্রদূত মুহিত সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি একটি জটিল ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি করছে। গত সাত বছরেও সংকটের মূল কারণসমূহ নিরসনে কোনও বাস্তব অগ্রগতি সাধিত হয়নি বলে হতাশা ব্যক্ত করেন তিনি। নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশন এবং সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে আজ গৃহীত রেজ্যুলেশনের উল্লেখপূর্বক তিনি রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তাদের মানবিক সহযোগিতা চালু রাখার জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সর্বসম্মতিক্রমে এই রেজ্যুলেশন গৃহীত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি, যা রোহিঙ্গা সংকটের টেকসই সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও সংহতির প্রকাশ।

#

নিউইয়র্ক মিশন/ফাতেমা/রবি/সাঈদা/মানসুরা/২০২৪/৯০০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৩৯

**ওয়ানগালা দিবসে প্রধান উপদেষ্টার বাণী**

ঢাকা, ৬ অগ্রহায়ণ (২১ নভেম্বর) :

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস আগামীকাল ‘ওয়ানগালা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“ঐতিহ্যবাহী ‘ওয়ানগালা’ উদ্‌যাপন পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবারের মত এবারও গারো সম্প্রদায়ের মুখবন্ধ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ঐতিহ্য রয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে এদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সহঅবস্থানের ফলে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের গারো ভাই-বোনেরা বিগত বছরগুলো থেকে বর্তমানে অনেকটাই এগিয়ে যাচ্ছে। গারো ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও কালচার-কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে।

ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধপরিকর।

আমি ‘ওয়ানগালা’ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।”

#

আশরোফা/ফাতেমা/রবি/সুবর্ণা/সাঈদা/মানসুরা/২০২৪/৯১৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ